بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

সাহাবারা যুদ্ধে শহীদ হওয়া একান্ত প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ মনে করতপরম সৌভাগ্যবান ছিল সেসব লোক, বিশেষ করে হযরত আমের বিন ফুহায়রা, যিনি হযরত আবু বকরের সেবা করারও সুযোগ পেয়েছেন, মহানবী (সা.) এরও সেবার সুযোগ পেয়েছেন আর তাঁর সাথে হিজরত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, ইসলাম গ্রহণেরও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, অধিকন্তু সওর পর্বতের গুহায় মহানবী (সা.) কে খাবার পৌছানোরও সৌভাগ্য হয়েছে। এসব ব্যক্তি ছিলেন বিশ্বস্ততার মূর্ত-প্রতীক, যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। খোদা তা'লা তাদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান বদরী সাহাবী হযরত 'আমের বিন ফুহায়রা'র ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১৮জানুয়ারী ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ আমি হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.) এর উল্লেখ করব। তার ডাকনাম ছিল আবু আমর। আর আযদ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি হযরত আয়েশারসৎভাই ভাই তোফায়েল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাখবারা-র কৃতদাস ছিলেন। তিনিও কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস ছিলেন। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অর্থাৎ শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহনবী (সা.) দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এর ছাগপাল চরাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর কাফেরদের পক্ষ থেকে তাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। মদীনায় হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত আবু বকর যখন সওর গুহায় ছিলেন তখন তিনি হযরত আবু বকর এর ছাগপাল চরাতেন। হযরত আবু বকর তাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ছাগপাল আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। অতএব তিনি সারাদিন ছাগপাল চরাতেন আর সন্ধ্যায় হযরত আবু বকরের ছাগপাল সওর গুহার কাছে নিয়ে যেতেন। তখন তারা উভয়ে,অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং আবু বকর নিজেরাই দুধ দোহন করতেন। যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর তাদের উভয়ের কাছে অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং আবু বকর এর কাছে যেতেন, তখন হযরত আমের বিন ফুহায়রা তার পেছনে পেছনে যেতেন যেন তার পায়ের চিহ্ন মুছে যায় আর এটি বুঝা না যায়। যখন মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সওর গুহা থেকে বের হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত আমের বিন ফুহায়রাও তাদের সাথে হিজরত করেন। হযরত আবু বকর তাকে বাহনে নিজের পেছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। তখন তাদের পথ প্রদর্শনকারী ছিল বনু আদী এর এক মুশরেক ব্যক্তি। মহানবী (সা.) হিজরতের পর হযরত আমের বিন ফুহায়রা এবং হযরত হারেস বিন অওস বিন মুআয এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত আমের বিন ফুহায়রা বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, আর বি'রে মঊনা-র ঘটনায় চল্লিশ বছর বয়সে তার শাহাদত লাভ হয়।

হযরত আবু বকর হিজরতের পূর্বে সাতজন এমন দাসকে মুক্ত করিয়েছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পথে কষ্ট দেওয়া হতো। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত বেলাল। হযরত আমের বিন ফুহায়রাও তাদের একজন ছিলেন। হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন আমরা ঠিক দুপুরবেলা হযরত আবু বকর (রা.) এর ঘরে বসেছিলাম। অর্থাৎ নিজেদের ঘরে বসেছিলেন। কোন এক ব্যক্তি হযরত আবু বকরকে বলে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের মাথায় আবৃত করে আসছেন। এরপর মহানবী (সা.) পৌঁছে যান এবং ভেতরে আসার অনুমতি চান। হযরত আবু বকর অনুমতি দিলে তিনি (সা.) ভেতরে আসেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি হিজরত করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছি। হযরত আবু বকর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত,হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকেও নিজের সাথে নিয়ে চলুন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তুমিও আমার সাথে চল। হযরত আবু বকর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, যেহেতু একসাথেই যেতে হবে তাই আমার বাহন হিসেবে ব্যবহারের এই দুটি উটনী থেকে একটি আপনি গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে নিব। হযরত আয়েশা বলতেন, অতএব আমরা অতি দ্রুত দুজনের পাথেয় প্রস্তুত করে দিলাম। আর আমরা তাদের জন্য

পাথেয় তৈরি করে চামড়ার থলিতে রেখে দিই। হযরত আবু বকরের কন্যা হযরত আসমা নিজের কোমর-বন্ধনী থেকে একটি টুকরা কেটে তা দিয়ে সেই থলির মুখ বেঁধে দেন। এ কারণে তার নাম হয়ে যায়'যাতুন নিতাক'। তিনি বলতেন, এরপর মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর সওর পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে তিন রাত পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর রাতে তাদের উভয়ের কাছে গিয়ে অবস্থান করতেন। তিনি অন্ধকার থাকতেই তাদের কাছ থেকে চলে আসতেন আর মক্কায় কুরাইশদের মাঝেই তার সকাল হতো। মনে হতো যেন সেখানেই রাত অতিবাহিত করেছেন। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর বনু দীল গোত্রের এক ব্যক্তিকে পথ দেখানোর জন্য ভাড়া করেছিলেন আর সে বনু আবদ বিন আদী-এর সাথে সম্পর্ক রাখতো এবং খুবই অভিজ্ঞও পথ দেখাতে পারদর্শী ছিল। সে কুরাইশদের রীতিনীতির অনুসারী ছিল। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর উভয়ে তার ওপর বিশ্বাস করেন। আর নিজ বাহনের উটনীগুলো তার হাতে তুলে দেন এবং তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে তিন দিন পর প্রভাতে তাদের উষ্ট্রীগুলো নিয়ে সওর গুহায় পৌঁছবে। আমের বিন ফুহায়রা এবং সেই পথ প্রদর্শনকারী তাদের উভয়ের সাথে সফরসঙ্গী হয়। সেই পথ প্রদর্শনকারী তাদের তিনজনকে সমুদ্রের তীরবর্তী পথ দিয়ে নিয়ে যায়।

সুরাকা বিন মালেক বিন জোশম বলতেন যে, কাফের কুরাইশদের দূত আমাদের কাছে আসে, আর যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকরকে হত্যা বা বন্দি করবে তার জন্য দিয়্যত বা রক্তপণ নির্ধারণ করে। আমি যখন নিজ জাতি বনু মুদলেজ এর এক বৈঠকে বসা ছিলাম, তখনই তাদের এক ব্যক্তি সামনে থেকে আসে, সেখানে এসব কথা-ই হচ্ছিল যে, কীভাবে পাকড়াও করা যায় বা হত্যা করা যায় এবং মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকরের ওপর হামলা করা যায়। তিনি বলেন, আমাদের বৈঠকে এসব কথা-ই হচ্ছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি আসে আর আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা বসা ছিলাম। সে বলা আরম্ভ করে যে, হে সুরাকা! আমি এখনই সমুদ্র উপকূলীয় পথে কিছু ছায়া দেখেছি। আর আমি মনে করি এরা-ই মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাথিরা। সুরাকা বলেন, এর কিছুক্ষণ পর আমি উঠি এবং ঘরে যাই আর নিজের দাসীকে বলি যে, আমার ঘোড়া বের কর, আর তা যেন টিলার অপর প্রান্তেই থাকে। আমি সেটিকে উদ্দীপ্ত করি, অর্থাৎ কিছুটা চাপড়ে দেই এবং সেটিকে ছুটাই আর সেটিআমাকে নিয়ে তড়িৎ গতিতে দৌড়াতে আরম্ভ করে। এমনকি যখন আমি তাদের কাছে পৌঁছি, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছি তখন আমার ঘোড়া এমন হোঁচট খায় যে, আমি তার ওপর থেকে পড়ে যাই। আমি উঠে দাঁড়াই এবং নিজের তূণের দিকে হাত বাড়িয়ে তা থেকে তির নেই আর তা দিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় করি যে, তাদের ক্ষতি করতে পারবো কি-না, অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করার বা বন্দি করার আমার যে উদ্দেশ্য রয়েছে, আমি তা পূর্ণ করতে পারবো কি-না। তিনি বলেন, ফলাফল তা-ই আসে যা আমি অপছন্দ করতাম অর্থাৎ এর ফলাফল আমার বিরুদ্ধে আসে যে, আমি তাদের বন্দি করতে পারবো না। তিনি বলেন, আমি পুনরায় নিজের ঘোড়ায় চড়ি আর ফলাফলের বিরুদ্ধে কাজ করি । ঘোড়া তড়িৎ গতিতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল আর আমি তাদের এতটা কাছে এসে যাই যে, আমি মহানবী (সা.) কে কুরআন পাঠ করতে শুনতে পাই। মহানবী (সা.) এদিক সেদিক তাকান নি কিন্তু হযরত আবু বকর বারংবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। তখন আমার ঘোড়ার সামনের দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত বালিতে দেবে যায়। তিনি বলেন, তখন আমি দ্বিতীয় বার তির দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করলে সেই ফলাফলই বের হয় যা আমি অপছন্দ করতাম। অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছিলাম অদৃষ্ট তার বিপরীত প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.) এর ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবো না। তখন আমি তাঁকে অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.) কে ডেকে বলি যে, এখন আপনি নিরাপদ। তখন তিনি থেমে যান। তিনি বলেন, তাদের কাছে পৌঁছার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার আমি সম্মুখীন হয়েছিলাম সেগুলো দেখে আমার হৃদয়ে এই ধারণা জন্মে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই বিজয়ী হবেন। আমি মহানবী (সা.) কে বলি যে, আপনার জাতি আপনার জন্য রক্তপণ নির্ধারণ করেছে। এরপর আমি তাদেরকে সেসব কিছু অবহিত করি যা মানুষ তাদের সাথে করার ইচ্ছা করেছিল। অর্থাৎ কাফেরদের যে মন্দ অভিপ্রায় ছিল তার বিস্তারিত তাদেরকে অবহিত করি। আর মহানবী (সা.) এটি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই চান নি যে, আমাদের সফরের কথা গোপন রাখবে। অর্থাৎ কাউকে বলো না যে, আমরা কোন পথে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করি যে, আপনি আমার জন্য একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিন। মহানবী (সা.) আমের বিন ফুহায়রাকে বলেন, অর্থাৎ যিনি হাবশী দাস ছিলেন বরং এখন মুক্ত ছিলেন আর এখন মহানবী (সা.) এর সাথে সফর করছিলেন-তাকে বলেন যে, লিখে দাও। আর সে একটি চামড়ার টুকরোয় তা লিখে দেয়। এরপর মহানবী (সা.) যাত্রা করেন।

মদীনায় মুসলমানরা জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাই তারা প্রতিদিন সকালে হাররা নামক ময়দানে যেতেন আর সেখানে তার (সা.) জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি দুপুরের উষ্ণতা তাদেরকে ফিরিয়ে দিত। অর্থাৎ দুপুর পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতেন , আর সূর্য যখন মধ্যাহ্নে থাকতো তখন প্রচণ্ড গরমের কারণে তারা ফিরে যেতেন। তারা এই অপেক্ষায় ছিল যে, কখন মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছবেন। তিনি বলেন, একদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর যখন তারা ফিরে আসে আর নিজেদের ঘরে পৌঁছে তখন,এক ইহুদী ব্যক্তি কোনকিছু দেখার জন্য নিজ মহলের ছাদে চড়ে। তখন সে মহানবী (সা.) এবং

তাঁর সাহাবীদের দেখতে পায় । সেই ইহুদী তর সইতে না পেরে অবলীলায় উচ্চস্বরে বলে উঠে যে, হে আরবের লোকেরা! অর্থাৎ মদীনাবাসীদের সম্বোধন করে বলে যে, এই হলো তোমাদের সেই নেতা যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। সে জানতো যে, মুসলমানরা প্রতিদিন যায় আর এক জায়গায় অপেক্ষার জন্য একত্রিত হয়। এ কথা শুনতেই মুসলমানরা উঠে দ্রুত নিজেদের অস্ত্র নেয় আর হাররা ময়দানে মহানবী (সা.) কে স্বাগত জানায়।তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে নিজের ডান দিকে ফিরেন আর বনি আমর বিন অউফ এর মহল্লায় তাদের সাথে নামেন। এটি ছিল সোমবার আর রবিউল আউয়াল মাস। তিনি (সা.) বনু আমর বিন অউফ এর মহল্লায় দশ রাতের কিছুটা অধিক সময় অবস্থান করেন আর সেই মসজিদ নির্মাণ করা হয় যার ভিত্তি রাখা হয়তাকওয়ার ওপর। মহানবী (সা.) তাতে নামায পড়েন। এরপর তিনি (সা.) তার উষ্ট্রীতে আরোহন করেন আর মানুষ তাঁর সাথে পায়ে হাঁটতে থাকে। সেই উষ্ট্রী মদীনায় সেখানে গিয়ে বসে পড়ে যেখানে এখন মসজিদে নববী রয়েছে। সেই দিনগুলোতে সেখানে কয়েকজন মুসলমান নামায পড়তো, আর তা ছিল সোহেল এবং সাহাল এর খেজুর শুকানোর জায়গা। এরপর মহানবী (সা.) সেই উভয় বালককে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে এই জমির মূল্য জানতে চান যেন এখানে মসজিদ বানাতে পারেন। তখন তারা উভয়ে বলে যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে এই জমি বিনামূল্যে দিতে চাই। মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে এই জমি বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন এবং সেটি তাদের কাছ থেকে ক্রয় করেন। এরপর তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মহানবী (সা.) এই মসজিদ নির্মাণের জন্য মানুষের সাথে ইট বহন করেন। তিনি (সা.) যখন ইট বহন করছিলেন তখন বলছিলেন যে, **'হাযাল হিমালু, লা হিমালা খায়বার, হাযা আবাররু, রাব্বানা ওয়া আতহার।**'অর্থাৎ এই বোঝা খায়বারের বোঝার ন্যায় নয়, বরং হে আমাদের প্রভু! এই বোঝা অনেক উত্তম এবং পবিত্র। তিনি আরো বলতেন **'আল্লাহুম্মা ইন্নাল আজরা আজরুল আখেরা ফারহামিল আনসারা ওয়াল মুহাজের।'**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হিজরতের এই ঘটনাটি নিজস্বরীতিতে বর্ণনা করেছেন। তাই সেই বর্ণনাও কিছুটা আমি উল্লেখ করছি। তিনি (রা.) লিখেন যে,

মক্কাবাসীরা যখন তাঁর (সা.) সন্ধানে ব্যর্থ হয় তখন তারা ঘোষণা দেয়, যে-ই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) অথবা আবু বকরকে জীবিত বা মৃত ফিরিয়ে আনবে তাকে একশত উটনী পুরস্কার দেয়া হবে। আর এই ঘোষণার সংবাদ মক্কার আশেপাশের গোত্রগুলোতেও পাঠানো হয়। সুতরাং এক মরুবাসী নেতা সুরাকা বিন মালেক সেই পুরস্কারের লোভে তাঁর (সা.) পিছু ধাওয়া করে। সন্ধান করতে করতে মদীনার পথে সে তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে যায়। যখন সে দুটি উটনী এবং তার আরোহীদের দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে যে, এরাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাথি, তখন সে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে তার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু পথে ঘোড়া প্রচণ্ড হোঁচট খায় আর সুরাকা পড়ে যায়। সুরাকা পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল। সে স্বয়ং নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করে।

যখন আমের বিন ফুহায়রা মহানবী (সা.) এর নির্দেশে নিরাপত্তাবার্তা লিখে সুরাকার হাতে দেন তখন সুরাকার ফেরার সময় সাথে সাথেই আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে সুরাকার পরবর্তী অবস্থা মহানবী (সা.) এর কাছে প্রকাশ করেন। তিনি (সা.) সে অনুসারে তাকে বলেন যে, সুরাকা! তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ শোভা পাবে। সুরাকা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে যে, ইরানের বাদশা কিসরা বিন হরমুযের কথা বলছেন? তিনি (সা.) বলেন হ্যাঁ। তার এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় ১৬/১৭ বছর পর আক্ষরিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে। সুরাকা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসে। মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর প্রথমে হযরত আবু বকর এবং এরপর হযরত ওমর খলীফা নিযুক্ত হন। ইসলামের ক্রমবর্ধমান মহিমাকে দেখে ইরানীরা মুসলমানদের ওপর হামলা করা আরম্ভ করে। ইসলামকে পিষ্ট করা তো দূরের কথা তারা নিজেরাই ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিষ্ট হয়। ইরানীরা প্রথমে হামলা আরম্ভ করেছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মুসলমানদের ঘোড়ার পদাঘাতে জর্জরিত হয়। আর ইরানের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের করতলগত হয়। ইরানীদের যেসব ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তাতে সেই কড়াও ছিল যা ইরানের বাদশা কিসরা রীতি অনুসারে সিংহাসনে বসার সময় পরতো। সুরাকা মুসলমান হওয়ার পর তার সেই ঘটনা, যার সম্মুখীন সে মহানবী (সা.) এর হিজরতের সময় হয়েছিল,অত্যন্ত গর্বের সাথে মুসলমানদেরকে শুনাতো। হযরত ওমর যখন নিজের চোখের সামনে কিসরার কঙ্কণ দেখলেন তখন খোদার শক্তিমত্তা বা কুদরত তার চোখের সামেন ভেসে উঠে। তিনি বলেন, সুরাকাকে ডাক। তাকে ডাকা হলো। হযরত ওমর তাকে কিসরার কঙ্কণ নিজ হাতে পরিধান করার নির্দেশ দেন। সুরাকা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! স্বর্ণ পরা তো মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত ওমর বলেন, হ্যাঁ ঠিক বলছ, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ পরা নিষিদ্ধ, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে নয় এটি সেই উপলক্ষ্য নয় যখন এটি নিষিদ্ধ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্(সা.) কে তোমার হাতে স্বর্ণ পরিহিত দেখিয়েছেন। হয় তুমি এই কঙ্কণ পরবে নয়তো আমি তোমাকে শাস্তি দিব। সুরাকা সেই কঙ্কণ নিজ হাতে পরিধান করেন। আর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী মুসলমানরা নিজেদের চোখে

পূর্ণ হতে দেখেছে।

হুজুর (আই.) বলেন, আমের বিন ফুহায়রা হিজরত করে মদীনায় আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) এর দোয়ায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। হযরত আয়েশা বলেন মহানবী (সা.) হিজরতের পর যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর কয়েকজন সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর, হযরত আমের বিন ফুহায়রা আর হযরত বেলালও অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.) এর কাছে তাদেরকে দেখেতে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন।

এরপর তিনি মহানবী (সা.) এর কাছে আসেন এবং তাঁকে সেসব সাহাবীদের কথা শুনান আর বলেন যে, আবু বকর এই কথা বলেছেন, আমের বিন ফুহায়রা এই কথা বলেছেন এবং বেলাল এই কথা বলেছেন। তখন মহানবী (সা.) আকাশের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া করেন যে, **'আল্লাহুম্মা হাব্বেব ইলাইনাল মাদীনাতা কামা হাব্বাবতা ইলাইনাল মাক্কাতা ওয়া আশাদ। আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফি সায়েহা ও ফি মুদ্দিহা ওয়ানকুল ওয়াবাআহা ইলা মায়েআ।'** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মদীনাকে সেভাবে আমাদের কাছে প্রিয়তর করে তুল যেভাবে তুমি মক্কাকে আমাদের জন্য প্রিয় করেছিলে বা তার চেয়েও বেশি। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এর পরিমাপের একক সা ও মুদ-এ বরকত রেখে দাও। আর মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে রূপ দাও। আর এর মহামারিকে মায়েআ স্থানে স্থানান্তরিত কর,অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে এটিকে দূর করে দাও।

হুজুর (আই.) বলেন, হযরত আমের বিন ফুহায়রা বে'রে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আমের বিন ফুহায়রার এই শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে, দেখ! ইসলাম তরবারির জোরে বিজয় লাভ করে নি। বরং ইসলাম সেই মহান শিক্ষার মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়েছে যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং চরিত্রে এক উন্নত মানের পরিবর্তন সৃষ্টি করে। একজন সাহাবী বলেন যে, আমার মুসলমান হওয়ার একমাত্র কারণ এটি ছিল যে, আমি তাদের মেহমান ছিলাম যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সত্তর জন ক্বারীকে শহীদ করেছিল। অবশেষে শুধু একজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন যিনি মহানবী (সা.) এর হিজরতের সময় সাথে ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। তার নাম ছিল আমের বিন ফুহায়রা। অনেকে মিলে তাকে পাকড়াও করে এবং এক ব্যক্তি তার বক্ষে সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করে। বর্শা লাগতেই তার মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে, **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** অর্থাৎ কাবার প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি। সে বলে যে, আমি যখন তার মুখে এই বাক্য শুনলাম তখন আমি হতভম্ব ছিলাম যে, এক ব্যক্তি নিজের আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে, স্ত্রী-সন্তান থেকে দূরে, এত বড় সমস্যায় জর্জরিত, আর তার বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হলে সে মৃত্যুর সময় যদি কিছু বলে থাকে তাহলে কেবল এটি বলেছে যে, কাবা শরীফের প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি। তিনি বলেন যে, আমার মনমস্তিষ্কে এর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমি এদের কেন্দ্রে গিয়ে দেখব এবং নিজে এদের ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করব। এ উদ্দেশ্যে আমি মদীনায় পৌঁছি আর ইসলাম গ্রহণ করি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, সাহাবীরা যুদ্ধে এমন অবস্থায় যেতেন যে, তারা মনে করতেন যুদ্ধে নিহত হওয়া তাদের জন্য একান্ত প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ। যুদ্ধে কোন দুঃখ পেলে তারা সেটিকে দুঃখ মনে করতেন না বরং সুখ মনে করতেন। হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব পরম সৌভাগ্যবান ছিল সেসব লোক, বিশেষ করে হযরত আমের বিন ফুহায়রা, যিনি হযরত আবু বকরের সেবা করারও সুযোগ পেয়েছেন, মহানবী (সা.) এরও সেবার সুযোগ পেয়েছেন আর তাঁর সাথে হিজরত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, ইসলাম গ্রহণেরও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, অধিকন্তু সওর পর্বতের গুহায় মহানবী (সা.) কে খাবার পৌছানোরও সৌভাগ্য হয়েছে। এসব ব্যক্তি ছিলেন বিশ্বস্ততার মূর্ত-প্রতীক, যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। খোদা তা'লা তাদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 18 January 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B